বাধ্যতামূলক ছুটিতে ববি ভিসি ড. ইমামুল হক

বরিশাল প্রতিনিধি ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ০৯:৫৩

শিক্ষার্থীদের টানা ৩৫ দিনের আন্দোলনের পর মেয়াদকাল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএম ইমামুল হককে। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

আদেশে বলা হয়, ১১ এপ্রিল থেকে ২৬ মে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএম ইমামুল হককে ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪৬ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেন। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. একেএম মাহাবুব হাসান নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত উপাচার্যের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়াও এই আদেশ রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে বলে অফিস এতে উল্লেখ করা হয়। উপাচার্য হিসেবে তার চাকরির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৭ মে। সে হিসেবে ভিসি হিসেবে তিনি আর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না।

এর আগে আন্দোলনের মুখে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর গত ১১ এপ্রিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এসএম ইমামুল হক ১৫ দিনের ছুটির আবেদন করেছিলেন। এদিকে এই খবরে উল্লাস প্রকাশ করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নেতা লোকমান হোসেন ও শফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের ত্যাগের ফল আমরা অনেক প্রতীক্ষার পর পেয়েছি। দুর্নীতিবাজ ও রাজাকার এই ভিসিকে তার মেয়াদকাল পর্যন্ত ছুটি দেওয়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি আরিফুর রহমান জানান, কলঙ্কমুক্ত হলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয়, বরিশালবাসীর প্রাণের দাবি ছিল। ড. এসএম ইমামুল হক মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই পদে আসার আগে সরকার তাকে সায়েন্স ল্যাবরেটরির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চার বছর সেখানে থাকাকালে তার বিরুদ্ধে নিয়োগসহ নানা অভিযোগ ওঠে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়োগবাণিজ্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের না জানানোর কারণে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। পরে আন্দোলনরতদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলে গালি দেওয়ায় আন্দোলন আরও বেগবান হয়, যা টানা ৩৫ দিন চলে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা ভিসির পদত্যাগ, অপসারণ অথবা মেয়াদকাল পর্যন্ত ছুটির দাবিতে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ, মশাল মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ, রক্ত দিয়ে ভিসি-বিরোধী নানা স্লোগান লেখা, আমরণ অনশনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন।